AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 16.05.2024 **Time: 7.50 P.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) নির্বাচন কমিশন, আগামী ২৫শে মে ষষ্ঠ দফা লোকসভা ভোটের জন্য ৯১৯ কোম্পানী কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী - সিএপিএফ মোতায়েন করবে।

২) রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনে বাকি দফার ভোটের জন্যও প্রচার জমে উঠেছে।

৩) লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী মালা রায় ও হাজি নুরুল ইসলামের মনোনয়ন পত্র খারিজ করা হচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

৪) মালদায় আজ দুপুরে বজ্রপাতের পৃথক ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত আরও অন্তত ২ জন।

৫) ভারতীয় ফুটবল দলের তারকা সুনীল ছেত্রী আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের নিতে চলেছেন।

নির্বাচন কমিশন আগামী ২৫শে মে ষষ্ঠ দফা লোকসভা ভোটের জন্য ৯১৯ কোম্পানী কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী - সিএপিএফ মোতায়েন করবে। ৯ টি ভাগে ভাগ করে এই মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে ৮ টি ভাগ হবে ভোটকেন্দ্রের জন্য। অন্যটি কুইক রেসপন্স টিম – কিউআরটি হিসাবে ব্যবহার করা হবে। যে ৮ টি আসনে ষষ্ঠ দফায় ভোটগ্রহণ, তার মধ্যে ৫ টি জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও দুই মেদিনীপুরে অতিরিক্ত চার কোম্পানী কিউআরটি মোতায়েন করা হবে।

অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য থাকবে দুই কোম্পানী।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ, অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে এবার সারা দেশে রেকর্ড গড়তে চলেছে। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, 2014 সালের ভোটে রাজ্যে মাত্র 441 কোম্পানি বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল। 2019 এ ছিল 710 কোম্পানি। এবারের নির্বাচনে ষষ্ঠ দফায় থাকবে 1020 কোম্পানি। রাজ্যে দফা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। সমানুপাতিক হারে বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অন্যান্য রাজ্যের ভোট পর্ব মিটে যাওয়ায় এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। শেষ দফার ভোটে এই সংখ্যা 1,075 থেকে1,080 তে দাঁড়াতে পারে।

লোকসভা ভোটের গণনা পর্বের প্রস্তুতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে আজ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলকাতায় এক বণিক সভার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ওই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সমস্ত জেলার নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, ওসি ইলেকশন এবং ইভিএম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব সহ কমিশনের কর্তারা তাদের গণনা পর্বের খুঁটিনাটি সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনে পঞ্চম পর্যায়ের ভোটের জন্য প্রচার এখন তুঙ্গে। এই দফায় আগামী সোমবার বিশে মে বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হওড়া, উলুবেরিয়া, হুগলী, আরামবাগ ও শ্রীরামপুর এই সাতটি আসনে ভোট নেওয়া হবে। প্রচার পর্ব শেষ হবে শনিবার ১৮ ই মে। শ্রীরামপুর কেন্দ্রের ভোট নিয়ে আমাদের ইলেকশন সেলের একটি প্রতিবেদন।

ভয়েসকাস্ট

এদিকে, ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার ভোটের জন্যও প্রচার জমে উঠেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় এক জনসভায় বলেছেন, তাঁর দল জাতীয় স্তরে বিরোধী আইএনডিআইএ জোটে ছিল, আছে এবং থাকবে। তমলুকের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে ঐ জনসভায় তিনি স্পষ্ট বলেন, জোট নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি তৈরী করা হচ্ছে।

(বাইট- মুখ্যমন্ত্রী)

এরপর কাঁথির তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বারিকের সমর্থনে পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তার দু পাশে বহু মানুষ তাঁকে দেখতে ভীড় জমান। পদযাত্রা শেষে মুখ্যমন্ত্রী যান এগরায়। মেদিনীপুরের প্রার্থী জুন মালিয়ার হয়ে তিনি প্রচার সভায় যোগ দেন।

এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী আস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, এবারের লোকসভা নির্বাচনের আইএনডিআইএ জোট এবং কংগ্রেস ভালো ফল করবে। তিনি আজ কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এখন বুঝতে পারছেন যে, তিনি কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন। আইএনডিআইএ জোট ছাড়া তাঁর আর উপায় নেই। তাই মমতা ফের আইএনডিআইএ জোটের ওপরেই আস্থা প্রকাশ করছেন, জোটের বার্তা দিয়ে সহানুভূতিও আদায় করতে চাইছেন।

(বাইট – অধীর)

বাম কংগ্রেস জোট প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অধীর বাবু বলেন, দুটি পক্ষই শাসকদলের অত্যাচারের শিকার। তাই তারা একজোট হয়েছেন। অধীর বাবু আরও বলেন, দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কমেছে।

সিএএ-কে কেন্দ্র ভোটের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে বলেও কংগ্রেস নেতা দাবি করেন। সন্দেশখালি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেখানকার ঘটনা, বাংলার লজ্জা বলে অভিহিত করেন।

আইএনডিআইএ জোট নিয়ে মমতার বক্তব্যকে কটাক্ষ করছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

(বাইট – সুকান্ত)

অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পুরুলিয়ার বরাবাজারে এক জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ও দলনেত্রী কঠোর সমালোচনা করেন। ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনের প্রার্থী প্রণত টুডুর সমর্থনে এক জনসভায় শ্রী অধিকারী, রাজ্য সরকারের একের পর এক দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মোদী সরকার বাড়ি তৈরির জন্য ৪৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। রাজ্য ৪০ লক্ষ বাড়ি তৈরির নামে সেই টাকা তুলে নিলেও বাস্তবে বাড়ি হয়নি। এলাকায় একলব্য স্কুল সহ কেন্দ্রের নানান কল্যাণ প্রকল্প

এই সরকার করতে দেয়নি। বিজেপি রাজ্যে ৩০-টিরও বেশি আসন পাব বলেও তিনি দাবি করেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের হয়ে এক প্রচার সভায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আবারও বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তোলেন।

সিপিআইএম পলিট ব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত আজ হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের মনোদীপ ঘোষের হয়ে এক মিছিল করেন।

চলতি লোকসভা নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী মালা রায় ও হাজি নুরুল ইসলামের মনোনয়ন পত্র খারিজ করা হচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। দুটি মনোনয়ন পত্রেই কোনো ত্রুটি না থাকায় তা বৈধ বলে গ্রহন করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে একথা জানা গেছে।

উল্লেখ্য এই দুই প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ম মেনে হয়নি বলে কমিশনের কাছে তা বাতিলের আবেদন জানানো হয়।

কলকাতা দক্ষিণের প্রর্থী মালা রায়ের মনোনয়ন নিয়ে বিজেপি এবং বসিরহাটের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের মনোনয়ন নিয়ে এক নির্দল প্রাথী আপত্তি তোলেন।

পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের পোলিং এজেন্ট, দলের বুথ সভাপতি অভিজিৎ রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সেলিয়া গ্রামে আজ সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অভিজিৎকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা মন্তেশ্বর থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন।

তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপি মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করছে। যেভাবেই হোক, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হয়রান করাই তাদের লক্ষ্য।

অন্যদিকে, একটি ভিডিও-এ এক ব্যক্তি, নিজেকে অভিজিতের বাবা হিসেবে দাব করে বলেছেন, পারিবারিক অশান্তির কারণেই তার ছেলে আত্মঘাতী হয়েছেন। মাঝে মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হত। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মালদায় আজ দুপুরে বজ্রপাতের পৃথক ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত আরও অন্তত ২ জন।

আমাদের জেলা সংবাদদাতা সহেলী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুরাতন মালদহের সাহাপুরে বাজ পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এরা হলেন চন্দন সাহানি, রাজ মৃধা ও

মনোজিৎ মন্ডল। এদের মধ্যে রাজ দশম শ্রেণীর ছাত্র। মাঠে ধান চাষের সময় ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে তারা গাছের নীচে আশ্রয় নেন। সেই সময় বজ্রাঘাতে তিন জনই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

এদিকে, গাজোলের আদিনাতে ঝড়ের সময় আম বাগান দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় একাদশ শ্রেণীর ছাত্র অসিত সাহার।

রতুয়া থানার বালুপুর এলাকায় সুমিত্রা মন্ডল নামে এক গৃহবধূ জমিতে ধান কাটার সময় বাজ পড়লে প্রাণ হারান।

এছাড়াও হরিশচন্দ্রপুরে নয়ন রায় ও প্রিয়াঙ্কা রায় নামে এক দম্পতি পাট চাষ করতে গিয়ে বজ্রাহত হন।

মানিকচকের হাড্ডাটোলা এলাকার বাসিন্দা ১১ বছরের সাবরুল শেখ ও ৮ বছরের রানা শেখেরও বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে, মানিকচকেরই অতুল মন্ডল ও ইংরেজবাজারের পঙ্কজ মন্ডলেরও বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়াও বজ্রাঘাতে ইংরেজবাজারের বুধিয়ার ফাতেমা বিবি নামে এক গৃহবধূ এবং বছর ৪৫ এর দুল্লু মন্ডল গুরুতর আহত হয়েছেন। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলেছে।

মৃতদেহ গুলিও ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদায় আজ সকাল থেকে প্রচন্ড গরমের পর দুপুরে হঠাৎই বজ্রবিদ্যুত্ সহ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়।

ভারতীয় ফুটবল দলের তারকা সুনীল ছেত্রী আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের নিতে চলেছেন। আগামী ৬ ই জুন যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কুয়েতের বিরূদ্ধে দেশের জার্সি গায়ে শেষ ম্যাচটি খেলবেন সুনীল। আজ সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জনিয়েছেন। কুড়ি বছরের খেলোয়াড়ী জীবনে সুনীল দেশের হয়ে ১৪৫ টি ম্যাচে ৯৩ টি গোল করেছেন। ২ হাজার চার সালে ৩০ শে মার্চ সুনীল ছেত্রী পাকিস্তানের বিরূদ্ধে ভারতের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোল করার নিরিখে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও লিয়োনেল মেসির পর বর্তমান ফুটবলারের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সুনীল ছেত্রী। ভিডিয়ো বার্তায় দেশের হয়ে খেলার আনন্দ ও চাপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন জাতীয় দলে প্রথম দিন খেলার সুখস্মৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---------- ----------